দৈনিক ইনকিলাব

1580

তারিখ ...3 0 JUL 1991 ... ...
পৃষ্ঠা... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

সন্ত্রাস নির্মূল করার জন্য চাই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস

দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির গত কয়েকমাস ধরে চরম অবনতি ঘটেছে। বেশ কিছুদিন ধরে দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং কয়েকটি কলেজে হয়েছে বন্দুকযুদ্ধ। অস্ত্রের ঝনঝনানী, মারামারি চলছে ফ্রি স্টাইলে। নিহত ও আহত হয়েছে বহু ছাত্র ও নিরীহ পথযাত্রী। বিভিন্ন সময়ে বন্ধ হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, জগন্নাথ কলেজ। সর্বশেষ ক'দিন আগে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। গত ক'দিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দলের মধ্যে মারামারির ফলে আহত হয়েছে প্রায় ২শ' ব্যক্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও সেখানে এখনো বিরাজ করছে বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে চলছে অপ্রীতিকর ঘটনা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডগোলের জের ধরে হয়ে গেল চট্টগ্রাম শহরব্যাপী হরতাল।

ক্যাম্পাসের বাইরেও চলছে সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি ও ডাকাতি। গত ২৬ জুলাই সকাল থেকে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল দখলকে কেন্দ্র করে হয়েছে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলী। ভাংচুর করা হয়েছে বহু গাড়ী। এইতো গত সপ্তাহে মহাখালীতে হয়ে গেল ট্রিপল মার্ডার। দিবালোকে খুন করা হচ্ছে মানুষ। সাধারণ মানুষ এখন রাস্তায় চলাফেরা করতে সব সময়ই আতঙ্কগ্রস্ত হচ্ছে।

বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে রীতিমত সীজ ফায়ার চলাকালীন সময়ে রণক্ষেত্র পার হওয়ার আতঙ্ক নিয়ে চলতে হয়। একটা প্রচণ্ড ভয়-ভীতি সাধারণ মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়েছে।

এই গত নভেম্বর মাসেই তো দেশের ছাত্ররা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, শিল্পীগণ এবং সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্য ছিল দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, সন্ত্রাস দূর করা এবং শোষণমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা। এই আন্দোলনের মূল নায়ক ছিল আমাদের ছাত্র সমাজ। তারাই আন্দোলনের সময় ধ্বনি উঠিয়েছিল যে, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আন্দোলনের সময় ছাত্র দলগুলো হয়েছিল ঐক্যবদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠা করেছিল ছাত্র ঐক্য পরিষদ। কিন্তু আন্দোলনের পর ভেঙে গেল ছাত্র ঐক্য এবং দিন দিন তাদের সম্পর্ক তিক্তই হতে লাগলো। তারাই বলেছিল, দেশে প্রতিষ্ঠা করবে গণতন্ত্র এবং যার ফলে দেশে সকলের থাকবে Freedom of Speach. মানুষের এই মৌলিক অধিকার দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ভোগ করা সম্ভব। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, গত বেশ কিছুদিন ধরে ছাত্র দলগুলোই এক পক্ষ আরেক পক্ষকে বন্দুকের নল দিয়ে দাবিয়ে রাখতে চাচ্ছে। এখন তারা ভুলে যাচ্ছে গণতন্ত্রের মূল দাবী Freedom of Speach-এর কথা। ভুলে যাচ্ছে তারাই তো একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিল দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারের এবং দেশে শান্তি-শৃংখলা আনার। আজ প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই সন্ত্রাস দূর করার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা নেওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা শুধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিবৃতি দেখতে চাই না, আমরা সন্ত্রাসমুক্ত দেশ চাই। চাই না আমরা শুধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মিটিং, যে মিটিং-এ শুধু ক্যাম্পাসে সহিংসতা দূর করার শুভ ইচ্ছা ব্যক্ত করা হবে আর কার্যতঃ চলতে থাকবে সন্ত্রাস।

দেশবাসী চায় তারা সত্যিকার সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসুক এবং সন্ত্রাস দেশ থেকে চিরতরে নির্মূল করুক। অভিজ্ঞ মহল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সদিচ্ছা পোষণ করলে এবং বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ

মুহম্মদ মুঈনউদ্দিন

করলে অন্তত ক্যাম্পাসগুলো থেকে সন্ত্রাস দূর করা সক্ষম। কারণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সদিচ্ছা পোষণ করলে এবং বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলে অন্ততঃ ক্যাম্পাসগুলো থেকে সন্ত্রাস দূর করা সম্ভব। কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর ছত্রছায়ায় বেঁচে আছে ছাত্র দলগুলো। রাজনৈতিক দলগুলোর উচিৎ ছাত্র দলগুলোর অস্ত্রের উৎস বন্ধ করা এবং একে অপরের প্রতি সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। এ জন্য প্রয়োজন সরকারী দল, বিরোধী রাজনৈতিক দল, ছাত্র সমাজ ও পুলিশ বাহিনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা হতে হবে সৎ এবং তা কেবলমাত্র মিটিং ও বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। কারণ তাতে ফলাফল হবে অতীতের মতই শূন্য।

বহু কষ্টে এই জাতি অর্জন করেছিল স্বাধীনতা। এ জন্য রক্ত দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। রক্ত দিয়েছে শত শত মানুষ নয় বছরের স্বৈরতন্ত্র উৎখাত করতে। প্রাণ দিয়েছে অনেকে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবে বলে। নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে ঠিকই কিন্তু আমরা কি পেরেছি দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে? আমরা কি পেরেছি দেশ থেকে সন্ত্রাস, শোষণ ও দুর্নীতি দূর করতে? গণতন্ত্র যদি সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তাহলে কেন আজ এ অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে দেশে? কেন আমাদের ছাত্ররা প্রদর্শন করতে পারছে না একে অপরের প্রতি সহনশীলতা? পুলিশ বাহিনী যেখানে জানে কারা অস্ত্রধারী, কারা এই সন্ত্রাসের হোতা তবুও তারা বলিষ্ঠ ভূমিকা নিচ্ছে না কেন? অনেকের অভিযোগ যে, পুলিশ বাহিনী মাস্তানী, ডাকাতি যারা করে তাদের চিনেও কিছুই করে না। আবার এই অভিযোগও আছে যে, পুলিশ ছাত্রদের গ্রেফতার করেও রাখতে পারে না। কারণ গ্রেফতার করার সাথে সাথে তাদের কাছে আসে অসংখ্য ফোন। ফোনের মাধ্যমে বলা হয়ে থাকে— "ওদের/ওকে ছেড়ে দিন"। এ অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে পুলিশ কি পারবে সন্ত্রাস দমন করতে?

সন্ত্রাস গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে একটা বিরাট অন্তরায়। দেশবাসীর মনে ইতিমধ্যেই সংশয় দেখা দিয়েছে যে, আমরা কি আসলেই গণতন্ত্র লালনের যোগ্য? আমরা অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে পেয়েছি এই নির্বাচিত সংসদ। আমাদের দেশে বিরাজ করছে একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার। সরকার ও বিরোধী দল— সবাই চাচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু আমরা কি পারবো এই দেশকে গড়তে যেখানে আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছুই নেই? তাই আজ সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ, ভীতিমুক্ত দেশ, গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। নইলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।